পাক্ষিক

আহমদী

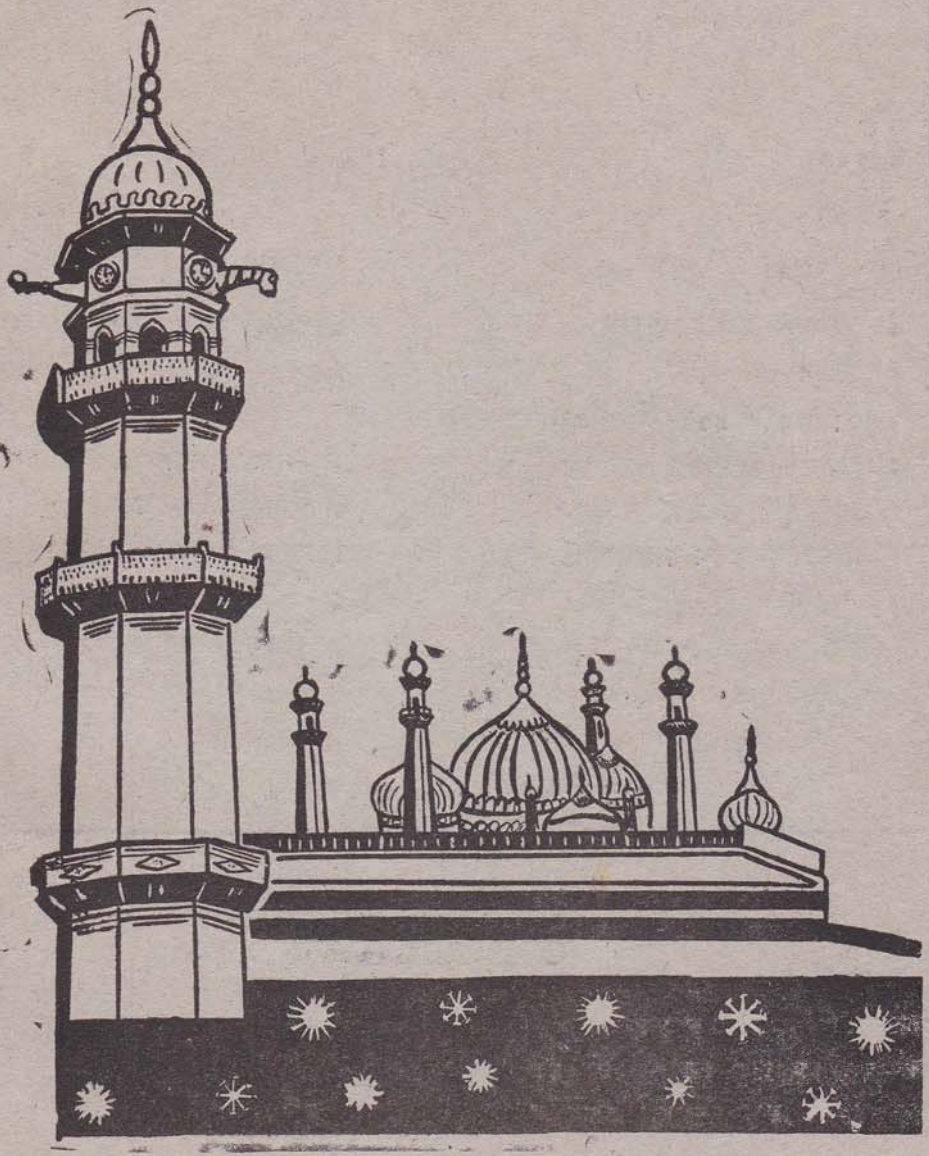

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	১১শ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৮ :	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৮ ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৬৪৫
হাদিস		৬৪৭
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী		৬৪৯
হাম্নাতে তাইয়্যেবা	মৌলবী আবদুল কাদির	৬৫০
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৬৬০
আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কটাক্ষ	মুহম্মদ আতাউর রহমান	৬৬২
সংবাদ		৬৬৬
সহজ পদ্ধতিতে কোরান শিক্ষা	আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬৬৮

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ১৫ই অক্টোবর : ১৯৬৮ সন : ১৫ই তবুক : ১৩৪৭ হিজরী শামসী : ১১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সুরা হুদ

পঞ্চম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫১॥ এবং আমি আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার জাতি তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। (আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা সম্বন্ধে) তোমরা শুধু মিথ্যা রটনা করিয়া থাক।

৫২॥ হে আমার জাতি, আমি তোমাদের নিকট এই কার্যের কোন বিনিময় চাহিনা। আমার বিনিময় একমাত্র তিনি দিবেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না?

৫৩॥ এবং হে আমার জাতি, তোমরা স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বারিবর্ষণকারী মেঘমালা প্রেরণ করিবেন এবং তোমাদিগকে শক্তির উপর শক্তি প্রদান করিবেন। অতএব তোমরা অপরাধী হইয়া ফিরিয়া যাইও না।

৫৪॥ তাহারা বলিল, হে হুদ! তুমি আমাদের নিকট (তোমার দাবীর) কোন উজ্জ্বল প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা (শুধু) তোমার কথায় আমাদের উপাস্যদিগকে ত্যাগ করিব না। এবং আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীও হইব না।

৫৫॥ আমরা তো বলি আমাদের কোন উপাস্য তোমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে। সে বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে এই কথার সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও স্বাক্ষী থাকিও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত যাহাকে শরীক সাব্যস্ত করিতেছ তাহা হইতে আমি বিমুক্ত।

৫৬॥ (তোমাদের যে উপাস্য) তিনি (আল্লাহ্‌) ব্যতীত (আর কেহ নহেন)। (ইহা যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে) তাহা হইলে তোমরা সমবেত ভাবে আমার বিরুদ্ধে উপায় অবলম্বন কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

৫৭॥ নিশ্চয় আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিয়াছি। তিনিই (পৃথিবীর) প্রত্যেক বিচরণকারী (প্রাণীর) ললাট ধারণ করিয়া আছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল পথে বিরাজমান।

৫৮॥ যদি তোমরা ফিরিয়া যাও (তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, কারণ) নিশ্চয় আমাকে যে পয়গাম দিয়া তোমাদের নিকট পাঠান হইয়াছে, তাহা আমি সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছি। এবং (যদি তোমরা এরূপ করিতে থাক তাহা হইলে) আমার প্রভু তোমাদের ছাড়া অন্য জাতিকে (তোমাদের) স্থলবর্তী করিয়া দিবেন। এবং তোমরা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু প্রত্যেক বস্তুর সংরক্ষক।

৫৯॥ এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল আমরা হুদকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) দয়ায় রক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে বাঁচাইয়াছিলাম।

৬০॥ এই সমস্ত (অহঙ্কারী লোক) আদ জাতি ছিল। তাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনগুলিকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার রসুলগণের অবাধ্যতা করিত এবং তাহারা প্রত্যেকে দুর্দান্ত শত্রুতাকারীদের আদেশের অনুসরণ করিত।

৬১॥ এই পৃথিবীতে তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাতকে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কিয়ামতের দিনেও (পশ্চাতবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে)। জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আদ জাতি তাহাদের প্রভুর সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছিল। শুনিয়া লও, হুদের জাতি আদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত হইল। (ক্রমশঃ)

★

॥ হাদীস ॥

[মেশকাত শরীফ হইতে গৃহীত]

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসীগণের কর্তব্য

কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফের বলিবে না। হযরত রসুল পাক (সাঃ) বলিয়াছেন--কুফরীর দোষে কাহাকেও দোষারোপ করিও না এবং অন্য কাজের জন্য কাহাকেও ইসলাম হইতে বাহির করিও না। মেশকাত

* * *

মুসলমান ও কাফেরের ভিতর পার্থক্য কলেমা শাহাদাত। অর্থাৎ যে এই কলেমায় বিশ্বাসী, তাহাকে মুসলমান বলে এবং যে এই কলেমায় বিশ্বাসী নহে তাহাকে কাফের বলে। কোরান বলে—যে তোমাকে ছালাম দেয়, তাহাকে বলিও না—তুমি মোমেন নও। মেওকাত

* * *

হযরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন অত্যাচারী হউক বা অত্যাচারিত হউক তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রসুল, অত্যাচরিতকে সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করিব? তিনি বলিলেন—তাহাকে অত্যাচার হইতে বিরত করিবে। ইহাই তাহাকে সাহায্য করা। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম বলিয়াছেন—ইমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বেহেশতে যাইতে পারিবে না; এবং পরস্পর বা পরস্পরকে ভাল না বাসিলে ইমান আসিতে পারেনা। আমি কি তোমাদিগকে এনন কার্যের সন্ধান দিব না যাহা করিলে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিবে? তোমাদের ভিতর শান্তি বিস্তার কর। মোসলেম।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) মিম্বরের উপর উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে সমবেত জনগণ, কে শুধু রসনার দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইমান তাহার অন্তরে প্রবেশ করে নাই? মুসলমানদিগকে অত্যাচার করিও না; তাহাদের নিন্দা করিও না, তাহাদের গুপ্তকাজের অনুসরণ করিও না। যে তাহার ভ্রাতা মুসলমানের গুপ্তকাজের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তাহার গুপ্তকাজের অনুসরণ করিবেন। আল্লাহ্ যাহার গুপ্ত কাজের অনুসরণ করেন, যদিও সে তাহার বাসস্থানের মধ্যস্থলে বসবাস করে এবং তিনি (আল্লাহ্) তাহাকে অপমানিত করেন। —তিরমিযী।

* * *

হযরত দাউদ বিন জায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন মুসলমানের সম্মানকে অন্যায়ভাবে নষ্ট করিতে থাকিলে তাহা সুদের সুদ বলিয়া গণ্য হইবে। —আবু দাউদ।

* * *

হযরত জাহির (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আমি নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মোপদেশ দান করার সর্তে আল্লাহর রসুলের বাইয়াৎ করিয়াছিলাম। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

হযরত বাস্তাওয়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের এক লোকমা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, মহান আল্লাহ্

ইহারই ন্যায় জাহান্নামের এক লোকমা তাহাকে খাইতে দিবেন। যে একখণ্ড বস্ত্র অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে আল্লাহ্ ইহারই ন্যায় জাহান্নামের একখণ্ড বস্ত্র তাহাকে পরাইবেন। যে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্মানের অনিষ্ট করে, আল্লাহ্ বিচারের দিনে তাহার সম্মানের অনিষ্ট করিবেন। —আবু দাউদ।

* * *

হযরত জোবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বিদায়ের হজ্জে বলিয়াছিলেন আমার পরে তোমরা কাফের হইও না এবং পরস্পর পরস্পরের গ্রীবাদেশে আঘাত করিও না। —বোখারী, মোসলেম।

* * *

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে মুসলমান সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই এবং মোহাম্মাদ তাঁহার রসুল, তিনটি কারণের ভিতর কোন এক কারণ ব্যতীত তাহাকে হত্যা করা হালাল নহে। বিবাহের পরে জিনা যে করে তাহার মৃত্যুদণ্ড, যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হয় তাহাকে হত্যা করা বা ফাঁসি দেওয়া, বা নির্বাসিত করা, অথবা যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং তজ্জন্য সে তাহাকে হত্যা করে। —আবু দাউদ।

* * *

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যদি দুইজন বান্দা একজন প্রাচ্যে এবং অন্যজন পাশ্চাত্যে মহান আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ বিচারের দিন তাহাকে এই বলিয়া একত্র করিবেন—এই ব্যক্তিই আমার জন্য তাহাকে ভালবাসিয়াছে। —বইহাকী।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—কাহারও সামনে তাহার কোন মুসলমান ভ্রাতার গিবত বলা হইলে, তাহাকে তাহার সাহায্য করার ক্ষমতা থাকিলে এবং সে তাহাকে সাহায্য করিলে, আল্লাহ্ তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সাহায্য করিবেন। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তাহার সাহায্য না করে, আল্লাহ্ তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সেই অপবাদে দোষী করিবেন। —শরহি সুন্নত।

* * *

হযরত আবু দারদায়া হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—যে মুসলমান তাহার ভ্রাতার অপবাদ খণ্ডন করে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামের অগ্নিকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখা আল্লাহ্‌র কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, বিশ্বাসীগণকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য। —শরহি সুন্নত।

* * *

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে—আমি রসুলের নিকট ছিলাম। তিনি বলিলেন—বেহেশতে সূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র আবৃত ইয়াকুতের স্তম্ভ আছে। ইহাতে উন্মুক্ত দ্বার আছে। উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ইহা আলো বিকীরণ করিতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—হে আল্লাহ্‌র রসুল! কাহারা তাহাতে বসবাস করিবে? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, যাহারা আল্লাহ্‌র জন্য মজলিশে বসে, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। - বইহাকী।

★

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

কোরআন মজিদের উচ্চ-মর্যাদা

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কোরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।

সুতরাং তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই। কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, الخير كله فى القران 'সর্বপ্রকার মঙ্গল কোরআন শরীফেই নিহীত আছে।' এই কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে, যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কোরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কোরআন শরীফে নাই। 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কোরআন শরীফই হইবে। কোরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নাই, যাহা কোরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে 'হেদায়েত' প্রদর্শন করিতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কোরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি খ্রীষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই যে নেয়ামত ও হেদায়েত তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি তৌরীতের স্থলে ইহুদীদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহাদের কোন কোন ফেরকা 'কেয়ামতের' অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এই 'নেয়ামতের' মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত ; ইহা এক মহাসম্পদ। যদি কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কোরআন শরীফের সম্মুখে অন্য সমস্ত ধর্ম-গ্রন্থই তুচ্ছ।

যদি বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে, তবে কোরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করিতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কোরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও, তবে উহা তোমাদিগকে নবীসদৃশ করিতে পারে। কোরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র পাঠককে সর্বপ্রথমেই এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে—

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ○

'আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাঁহারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্ ছিলেন।'

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কোরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করিও না ; কারণ উহা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস্ প্রদান করিতে চায়, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হইয়াছিল।

খোদাতায়ালা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন ; কিন্তু 'কেয়ামত, পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী অন্য কেহ হইবে না। খোদাতায়ালা তোমাদিগকে ওহি, এলহাম, মোকালেমা ও মোখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ) হইতে

কখনও বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল 'নেয়ামত' প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া খোদাতায়ালার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি 'ওহি' 'নাজেল' করিয়াছেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন 'ওহি' তাহার প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি বলিবে যে, খোদাতায়ালার সহিত তাহার 'মোকালেমা মোখাতেবা' হইয়াছে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে তাহা হয় নাই. আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতায়ালা এবং তাঁহার 'ফেরেস্তাকে' সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে।

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মৌলবী আবদুল কাদির।

অনুবাদক—এ. এইচ. এম, আলী আনওয়ার

তবলীগের আকাঙ্খাও পূর্ণ হইল।
আরবী শিক্ষার জন্য পাঠ প্রস্তুতঃ

হযরত আকদাশ তাঁহার জামাআতকে আরবী শিক্ষার দিকে মনোযোগী করিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি এই নিমিত্ত কোন কোন পাঠ পর্যন্তও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য বহু প্রকারে ব্যাপৃত থাকার কারণে এই কার্যটি অধিক দিন চলিত থাকে নাই। কিন্তু জামাআতে ইহার দ্বারা আরবী শিক্ষার এক নূতন তরঙ্গ সৃষ্টি করেন।

১৮৯১ সনের গ্রন্থ ঃ

১। 'আইয়্যামুস্‌-সোলাহ'—এই কেতাব ফারসী ও উর্দু দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। ফারসী সংস্করণ ১৮৯৮ সনের ১লা আগষ্টে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উর্দ সংস্করণ কোন কোন পরিবৃদ্ধির ফলে কিছু দিন পর ১লা জানুয়ারী, ১৮৯৯ সনে বাহির হয়। দুই কারণে বইটির নাম 'আইয়্যামুস্‌-সোলাহ' রাখা হয়।

প্রথম, এই সময়টি এমন যে, ইহাতে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে তরবারির পরিবর্তে, কলম ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আক্রমণ করা হয়। সুতরাং, আমাদেরও কর্ত্তব্য আমরা ইস্‌লামের হেফাজতের জন্য নম্রতা ও শান্তির দিক অবলম্বন করিয়া কলম ও যুক্তি প্রমাণ ব্যবহার করি।

দ্বিতীয়, পৃথিবী পাপ ও অত্যাচারে নিমজ্জিত। মানুষের কর্তব্য যেন সে তাহার মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন পূর্বক তাওবা ও আস্তাগফার দ্বারা অর্থাৎ সর্বপ্রকার গোনাহ্‌ হইতে অনুতপ্ত ও বিমুখ হইয়া পাপের কুফল হইতে রক্ষা এবং পুণ্য করিবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট শক্তি ভিক্ষা দ্বারা স্রষ্টা ও প্রভু, খালিক মালিকের সহিত সোলাহ্‌ করে।

২। 'হাকিকাতুল্-মাহ্দী'—এই কেতাব হযরত আকদস ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৯ সনে প্রকাশ করেন। ইহাতে হুযুর গবর্ণমেণ্টকে সম্বোধন করিয়া মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবীর সেই গোপন কেতাবের তথ্য প্রকাশ করেন, যাহা হযরত আকদসের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে উস্কাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। হুযুর বলেন যে, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব এই কেতাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার আমাদের কোনই সংকল্প নাই। আমরা কোন 'খুনি' মাহ্দীর আগমনে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রকাশে আগাগোড়া অসততা অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার বিবৃতি সত্য হইয়া থাকে; তবে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য তাঁহাকে বলা যে, তিনি তাঁহার এই বিশ্বাসের প্রচার যেন তাঁহার সধর্মীয় মৌলবী ও জনসাধারণের নিকট করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা হইতেছে যে তিনি তাহা কখনো করিবেন না।

৩। মসিহ হিন্দুস্থান মেঁ—আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে হযরত আকদাসের উপর একটি ইহাও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সমর্পিত হইয়াছিল যে, তিনি ক্রুশের ফিৎনা ছিন্নভিন্ন করেন। তিনি এই কর্তব্য এমন সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেন যে, এখন খৃষ্টিয়ান জগতের অধিকাংশ গবেষণাকারীও এই বিষয়ে তাঁহারই ন্যায় খুলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতেছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ক্রুশে হয় নাই এবং এই জড় দেহসহ জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে আকাশে উত্থিত করা হয় নাই। প্রকাশ থাকে যে, খৃষ্টিয়ান ধর্মের এই দুইটিই মৌলিক ভিত্তি ছিল। ইহাদেরই উপর ধর্ম-বিশ্বাস প্রায়শ্চিত্ববাদ এবং মসিহ্র ঈশ্বরত্বের সমগ্র সৌধটি স্থাপিত ছিল। এই পুস্তকে ক্রুশের উপর মসিহর মৃত্যু না হওয়া, কাশ্মিরের দিকে সফর এবং অবশেষে খানইয়ার মহল্লায় শ্রীনগরে সমাহিত হওয়া সম্বন্ধে এরূপ শক্তিশালী যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাহা কখনো খণ্ডন করা যায় না। এক জগত এই অভিমুখি আগমন করিতেছে। হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান গবেষকগণও একথা স্বীকার করিতেছেন যে, হযরত মসিহ্ ক্রুশের মৃত্যু হইতে রক্ষা লাভ করিয়া কাশ্মীরের দিকে আগমন করেন। এমন কি, প্রসিদ্ধ প্রাচ্যাবিদদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ইঞ্জিলগুলির যে সকল পদাবলীতে হযরত মসিহ্র আকাশে উত্তোলন হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; তাহা নিশ্চিতই প্রক্ষিপ্ত।

৪। 'সেতারা কায়সারা'—এই কেতাব ২৪শে আগষ্ট, ১৮৯৯ সনে প্রকাশিত হয়। তোহ্ফা-কায়সারার ন্যায় এই কেতাবেও হুযুর খৃষ্টিয়ান ধর্ম-মতগুলির খণ্ডন করেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইস্লামের তবলীগ করেন।

৫। 'তিরইয়াকুল্ কুলুব'—এই কেতাব ১৮৯৯ সনে রচিত হয় এবং ২৮শে অক্টোবর ১৯০২ সনে শেষ দুই চারি পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া প্রকাশ করা হয়। এই কেতাবের প্রারম্ভে একটি প্রসিদ্ধ ফারসি কাসিদা আছে। এই কাসিদায় তিনি কামেল মুমেনের লক্ষণ সমূহ বর্ণনা করেন। অতঃপর, জিন্দা নবীর বিশেষ নিদর্শন বর্ণনা করেন। তারপর তাঁহার নিজের নিদর্শন সমূহ নিয়া আলোচনা করেন।

মীর্যা ইমামুদ্দিন ও নেযামুদ্দিন কর্তৃক মস্জিদের সম্মুখে দেয়াল দেওয়া, ৭ই জানুয়ারী, ১৯০০ সনঃ

হযরত আকদাস তাঁহার চাচাত ভাই মীর্যা ইমামুদ্দীন ও মীর্যা নেযামুদ্দীনের সঙ্গে কাদিয়ানের সম্পত্তিতে সমান সমান অংশী দিলেন। এই জন্য গ্রামের অন্তর্গত এজমালীতে আপন দখলীয় ভূমি

উপভোগে তাঁহার তুল্য অধিকার ছিল। কিন্তু তাঁহার নম্র ব্যবহারের ফলে এই জালেমগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার জামাআতকে অত্যন্ত কষ্ট দিত। ডোবা হইতে মাটি নিতে দিত না। কূপ হইতে পানি নিতেও দিত না। একবার তাহাদের অনুপস্থিতে কোন কোন বন্ধু ডোবা হইতে মাটি নেওয়ায়, তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। গালাগালি করিল, একজন ভাঙ্গিকে ডাকিয়া 'মসজিদ মুবারকের' সম্মুখে দেওয়াল দিল। আকদাসের অত্যন্ত কষ্ট হইল। কারণ, নামাজিগণের মসজিদে যাওয়ার উহাই পথ ছিল। হুযূরও প্রায়ই ভ্রমণের জন্য ঐ পথেই বাহিরে যাইতেন। নবাগত আহমদীগণের একাগুলিও সেখানেই আসিয়া দাঁড়াইত। এখন নামাজিগণকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া হিন্দু মহল্লা হইয়া আসিতে হইত। হযরত আকদাস প্রথমে কতিপয় ব্যক্তিকে মীর্যা ইমামুদ্দিনের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যেন, তাঁহারা উল্লেখিত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে নম্রভাবে কথা-বার্তা বলেন।

কিন্তু এখানকার অবস্থা তো সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। প্রতিনিধিগণের আবেদন নিবেদন শুনিয়া মীর্যা ইমামুদ্দীন সাহেব অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "তিনি (অর্থাৎ, হযরত আকদস) নিজে কেন আসেন নাই।" তারপর হুযুর এক অফাদ ডিপুটী কমিশনারের নিকট প্রেরণ করেন। ডিপুটী কমিশনার ও পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেন্ট একত্রে গ্রামে কোন ঘটনার তদন্তের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ডিপুটী কমিশনারের নিকট প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইলে তিনি অধিকতর রূঢ় ব্যবহার-পূর্বক বলিলেনঃ "তোমরা বহুলোক একত্রিত হইয়া আমাকে প্রভাব দেখাইতে চাও। আমি তোমাদিগকে খুব জানি। এই জামাআত কেন তৈরী হইতেছে, আমি বেশ বুঝি। আমি তোমাদের বিষয়ে অনবহিত নই। আমি শীঘ্রই তোমাদের খবর নিব। এই প্রকার জমাআত কি প্রকারে তৈরী করিতে হয়, তোমরা জানিতে পারিবে।" ১

তিনি এই প্রকার আরো নানা কথা বলিলেন। অফাদ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। হযরত আকদস সমস্ত ঘটনা শুনিবার পর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বাটালবী এবং অন্য শত্রুগণ গভর্ণমেন্টকে তাঁহার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুধারণার বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। সরকারের এই নীতি দর্শনে মীর্যা ইমামুদ্দীন ও মীর্যা নেযামুদ্দীনও অধিকতর শত্রুতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পুলিশ তো বিরুদ্ধবাদী ছিল। তিনি নাচার হইয়া বন্ধুগণকে সমবেত করিয়া পরামর্শ করিলেন। হিযরত করা নবীগণের চিরচরিত প্রথা। আমরাও কেন এখান হইতে হিজরত পূর্বক অন্যত্র যাই না? সেখানে থাকিয়া আমরা আমাদের কাজ অধিকতর সুবিধার সহিত করিত পারি। হযরত হাকিম মৌলানা হাফেয নূরুদ্দীন সাহেব ভেয়রা যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। হযরত মৌলবী আবদুল করিম সাহেব সিয়ালকোট যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রদ্ধেয় শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব লাহোর যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী হাকিম আলী সাহেব বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি তাঁহার গ্রাম পানিয়ার যাওয়ার জন্য নিবেদন করেন। হুযুর সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সময় আসিলে দেখা যাইবে। যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা চাহেন সেখানেই যাইব।"

যখন হুযুর দেখিলেন যে, মীর্যা ইমামুদ্দীনও মানেন না, ডিপুটী কমিশনারও কিছু শুনেন না, তখন

(১) চৌধুরী হাকেম আলী সাহেব বর্ণিত রেওয়ায়েত; 'সিরাতুল্-মাহ্‌দী', প্রথম খণ্ড, ১৩৫ নং রেওয়ায়েত, ১৩৮—১৪০ পৃঃ।

দেওয়ানী আদালতে দাবী উপস্থিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না। বন্ধুগণের পরামর্শানুক্রমে তিনি মীর্যা ইমামুদ্দীনের বিরুদ্ধে গুরুদাসপুরের জেলাজজ শেখ খোদা বখ্‌শ সাহেবের কোর্টে দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করিলেন। এই মোকদ্দমার সময় একবার তাঁহাকে গুরুদাসপুর যাইতে হইয়াছিল। সেখানে তাঁহার কার্যবহুলতা বশতঃ কিছু জ্বর ও আমাশয় হইল। রাত্রে তিনি বন্ধুগণকে নিদ্রা যাওয়ার জন্য বলিলেন। একজন জান-নেসার সাহাবী হযরত মুনশি আবদুল আজীজ সাহেব উজলবী এবং দুই তিন জন আরো বন্ধু সারারাত্রি নিদ্রা যান নাই। যখনি হুযুর বাহ্যির জন্য উঠিতেন হযরত মুনশি সাহেব তৎক্ষণাৎ লোটা নিয়া উপস্থিত হইতেন। ক্রমাগত দুইরাত্রি হযরত মুনশি সাহেব জাগ্রত রহিলেন। হযরত আকদস তাঁহার এই এখলাস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "প্রকৃতপক্ষে মুরশিদের আদব ও খেদমত-গুজারী এইরূপ বস্তু। ইহার দ্বারা মুরীদ ও মুরশীদের মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপিত হইয়া আল্লাহ্ প্রাপ্তি ও অভিষ্ট সিদ্ধি হয়।

১৬ই জুলাই, ১৯০১ সনে আদালতে তাঁহার জবানবন্দি ছিল। তাঁহার খ্যাতি বশতঃ গুরদাসপুরের তিনজন এক্‌স্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনারও তাঁহাদের কোর্ট ছাড়িয়া তাঁহার জবানবন্দি শোনার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে গেলেন। হযরত আকদস অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাঁহার জবানবন্দি দিয়া হৃষ্ট-মনে প্রত্যাগমণ করিলেন।

অতঃপর, ১০ই আগষ্ট ১৯০১ সনে মোকদ্দমার আবার তারিখ পড়িল। এই তারিখে প্রতিপক্ষের সাক্ষী হইয়া উকীলগণের বক্তৃতাও শেষ হইল। ১২ই আগষ্ট ১৯০১ সনে মীর্যা ইমামুদ্দীনের উপর বজ্রপাত হইল। ডিস্ট্রিক্ট জজ্ আদেশ করিলেন, দেওয়াল অবিলম্বে ভাঙ্গা হউক। ভবিষ্যতে খোলা জায়গায় কোন কিছু নির্মাণ করা যাইবে না। মোকদ্দমার খরচ বাদেও একশত টাকা জরিমানা স্বরূপে বাদী (হযরত আকদস) প্রাপ্ত হইবেন। হযরত আকদস সেদিন গুরদাসপুর যান নাই। সন্ধ্যার সময় হযরত আকদসের খেদমতে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন হুযুর বলিলেন, "অন্য কথায়, এক বৎসর আট মাস, রমজান ছিল। আজ ঈদ হইল।"

২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা চারি ঘটিকার সময় সেই 'ভাঙ্গিকেই সেই দেওয়াল ভাঙ্গিতে হইল, যে 'ভাঙ্গির' (মেথর জাতীয় লোক) দ্বারা মীর্যা ইমামুদ্দীন উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এখন রহিল ক্ষতিপূরণ ও মোকদ্দমার খর্চ্চা আদায়। মীর্যা ইমামুদ্দীন সাহেব জানিতেন যে হযরত আকদস একান্ত দয়াল পুরুষ। ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি আদায়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি হুযুরের নিকট ক্ষতিপূরণাদি ক্ষমা চাহিলেন। মহাউদারতার সহিত ইহা গৃহীত হইল।

اللهم صل على محمد و على ال محمد

এই মোকদ্দমায় একটি মোজেযা প্রকাশ

এই মোকদ্দমায় একটি মুজেযা প্রকাশিত হয়। হযরত আকদস তাঁহার অতুলনীয় কেতাব 'হকিকাতুল অহীতে' বলেন :

"এই দিনগুলি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার দিন ছিল। এমনকি ("পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল") স্বরূপ আমাদের অবস্থা হইয়া পড়িল। বসিতে বসিতে একটা বিপদ উপস্থিত হওয়ার ন্যায় হইল। এজন্য আল্লাহ্-তালার নিকট দোয়া করা হইল। তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। তখন দোয়ার পরে নিম্নলিখিত এলহাম হইল :১

(১) 'হকিকাতুল্ অহি,' ২৬৬ পৃঃ। (২) ঐ ২৬৮ পৃঃ।

الرحى تدور و ينزل القضا - ان فضل الله لآت وليس لاحد ان يرد ما اتى - قل اى وربى انه لحق - لا يتبدل ولا يخفى - و ينزل ما تعجب منه و حى من رب السموات العلى - ان ربى لا يضل ولا ينسى - ظفر مبين و انما يؤخرهم الى اجل مسمى - الخ

অনুবাদ :—চাকা ঘূর্ণিত হইবে। 'কাযা কদর' ঐশী মীমাংসা ও নিয়তি অবতীর্ণ হইবে।" অর্থাৎ, মোকদ্দমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে, যেমন চাকা ঘুরিলে উহার সম্মুখের দিক পিছনে যায় এবং পিছনের দিক সম্মুখে আসে। ইহার অর্থ, মোকদ্দমার বর্তমান অবস্থায় বিচারকের সম্মুখে যে আকৃতিটি আছে এবং ইহা আমাদের জন্য অনিষ্টকর ছিল, ইহা কায়েম থাকিবে না। অন্য আকৃতি ধারণ করিবে, যাহা আমাদের জন্য লাভজনক। সেইরূপ; যে সকল বিষয় অপ্রকাশিত ও আবরণময় হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আসিবে এবং প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যাহা এখন প্রকাশিত আস্থা, তাহা বিবেচনার অযোগ্য ও গুপ্ত হইয়া পড়িবে। অতঃপর, আল্লাহ্-তায়ালা বলিলেন, "ইহা খোদার বিশেষ অনুগ্রহ, যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ইহা অবশ্যই উপস্থিত হইবে। ইহাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না।" ...আরো বলিলেন, "বল আমার খোদার কসম, ইহাই সত্য কথা। ইহাতে কোন প্রভেদ ঘটিবে না। ইহা গোপন থাকিবে না। একটি বিষয়ের উদ্ভব হইবে। উহা তোমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে। ইহা সেই খোদার 'অহি' যিনি উচ্চ আকাশ মালার খোদা। আমার রাব্ব, সেই সোজা পথ পরিত্যাগ করেন না, যাহা তাঁহার বরগুজিদা বান্দাগণের সম্পর্কে চিরাচরিত নিয়ম! তিনি তাঁহার সাহায্যের উপযোগী ব্যক্তিদিগকে ভুলেন না। সুতরাং, এই মোকদ্দমায় তোমার দেদীপ্যমান জয় হইবে। কিন্তু খোদার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এই ফয়সলা স্থগিত থাকিবে।"

সম্পূর্ণ এলহামগুলি লিখিবার পর হুযুর বলেন :

"ইহা ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা তখন করা হইয়াছিল, যখন শত্রুগণ দাবী পূর্বক বলিত যে নিশ্চয়ই মোকদ্দমা খারিজ হইবে এবং আমার সম্বন্ধে বলিত যে, তাহারা আমার গৃহের দরজাগুলির সম্মুখেও দেওয়াল দিবে। দুঃখ দিবে, যাহাতে কারারুদ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িব। যেমন আমি এখন লিখিয়াছি, তেমনি খোদা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এরূপ বিষয় উপস্থিত করিবেন, যাহার ফলে পরাজিত ব্যক্তি জয়ী এবং বিজয়ী পরাজিত হইবে।

"অতঃপর, ফয়সলার দিন আসিল। সে দিন আমাদের শত্রুগণ অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। আজ মোকদ্দমা খারিজের হুকুম হইবে। তাহারা বলিত যে, আজ হইতে তাহারা যাবতীয় কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পাইবে। সেই দিনই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত একথার অর্থ প্রকাশিত হওয়ার ছিল যে, মোকদ্দমা যাহার দ্বারা ঘূর্ণিত হইবে, তাহা একটি লুক্কায়িত বিষয়। অবশেষে ইহা প্রকাশিত হইবে। সুতরাং, এরূপ ঘটিল যে, সে দিন আমার উকিল খাজা কামালুদ্দীন সাহেবের মনে পুরাতন নথির ইনডেক্স দেখার খেয়াল হইল। অর্থাৎ, পরিশিষ্ট, যাহার মধ্যে অর্ডার সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকে। উহা দেখায় সেকথা বাহির হইয়া পড়িল, যাহা বাহির হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অর্থাৎ, বিচারকের সমর্থিত এই আদেশ পাওয়া গেল যে, এই ভূমিতে শুধু মীর্যা ইমামুদ্দীনই নহেন, মীর্যা গোলাম মূর্তযা, আমার ওয়ালেদ, সাহেবেরও দখল ছিল। তখন ইহা দেখা মাত্র আমার উকীল বুঝিতে পারিলেন যে, মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইব। বিচারকের নিকট উহা উপস্থিত করা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্‌ডেক্স তলব করিলেন। দেখা

মাত্র তাঁহার নিকট সত্য উদ্‌ঘাটিত হইল। এজন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ইমামুদ্দীনের বিরুদ্ধে ভূমির ডিক্রি এবং খর্চ্চার আদেশ করিলেন।" ১

তালিমুল্ ইস্‌লাম স্কুল মধ্য হইতে উচ্চে পরিণত, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ সন ঃ

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ সন তালিমুল্ ইস্‌লাম স্কুল, যাহা ইতিপূর্বে মধ্য শ্রেণী পর্যন্ত ছিল হাইস্কুলে পরিণত হয়। তারপর, মার্চ্চ ১৯০০ সনে এই প্রস্তাবও করা হইল যেন এই স্কুলে দীনিয়াতের একটি শাখাও খোলা হয়।

ঈদুল-আয্‌হিয়ার সময় এল্‌হামী খুৎবা ১১ই এপ্রিল ১৯০০ সন, মুতাবেক ১৩১৭ হিঃ

আরাফার দিন প্রত্যুষে হযরত আকদাস মৌলানা হাকিম নুরুদ্দীন সাহেবকে একখানি স্লিপ লিখিয়া সংবাদ দেন যে, আজ তিনি রাত্রি এবং দিনের কতকাংশ দোয়ায় অতিবাহিত করিতে চান। উপস্থিত বন্ধুগণের নাম ও ঠিকানা চাহিতেছেন, যাহাতে দোয়ার সময় তাহাদের কথা স্মরণ থাকে। হুযুরের এই আদেশ প্রতিপালন করা হইল। বন্ধুগণের নাম ও ঠিকানার একটি বড় লিষ্টি হযরত আকদাস আলাইহেস্ সালামের খেদমতে পাঠান হইল। পরদিন ঈদ। হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি সকালে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আজ বিশেষভাবে এই নিবেদন করিতে আসিয়াছি যে, "কয়েকটি বাক্যই হউক, তবু যেন হুযুর আজ কিছু বক্তৃতা করেন।" হযরত আকদাস বলিলেন ঃ—"খোদাতা'লাও এই আদেশই করিয়াছেন। আজ ভোরে এলহাম হইয়াছে।

مجمع میں تقریر کرو - تمہیں قوت دی گئی

'জনতার মধ্যে বক্তৃতা কর, তোমাকে শক্তি দেওয়া হইয়াছে।' আমি অন্য কোন জনতা মনে করিতে ছিলাম। সম্ভবতঃ, এই সেই জনতা। আরো এল্‌হাম হইয়াছে.

کلام ا فصحت من لدن رب کریم

অর্থাৎ—এই ভাষণে খোদার তরফ হইতে 'ফসাহত' দেওয়া হইবে।" ২

ঈদের নামাযের জন্য হুযুর মসজিদে আক্‌সাতেই সমবেত হওয়ার নির্দ্দেশ দান করেন। সকাল ৮টা পর্যন্ত মসজিদের ভিতর ও প্রাঙ্গন সমস্তই ভর্তি হইল। আনুমানিক প্রায় দুইশত জন সমবেত হইলেন। হযরত আকদাস ৮।।০ টায় আগমন করেন। নামায হযরত মৌলানা আবদুল করীম সাহেব পড়াইলেন। খুৎবার জন্য হযরত আকদাস মসজিদের মাঝের দরজায় দাঁড়াইয়া প্রথম বক্তৃতা উর্দু ভাষায় আরম্ভ করেন। ইহাতে ইসলাম জীবিত ধর্ম হওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব বলিলেন যে, হুযুর জামাআতের একতা সম্বন্ধেও কিছু বলেন। হুযুর এই বিষয়েও কিছু উপদেশ দান করিলেন। অতঃপর, হুযুর বলিলেন যে, এখন তিনি ঐশী এল্‌হামের অধীনে কিছু বলিতে চান। মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব এবং মৌলবী আবদুল করীম সাহেব সন্নিকটে বসিয়া খোৎবাটি শব্দে শব্দে লিপিবদ্ধ করেন। হযরত আকদাস এই খুৎবা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"তখন আমি ঈদের নামাজের পর ঈদের খুৎবা আরবীতে পড়িবার জন্য দাঁড়াইলাম। খোদাতায়ালা জানেন গায়েব হইতে আমাকে এক প্রকার শক্তি

(১) 'হকিকাতুল্-অহি ; ২৬৯-২৭২ পৃঃ।

(২) 'আল্-হাকাম', ৭ই প্রিল, ১৯০০ সন। 'ফসাহত' অর্থ প্রাঞ্জল ভাষা, সুবাগ্মিতা, স্পষ্ট উক্তি।

প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই ফসিহ্ আরবী বক্তৃতা কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই আমার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, যাহা আমার শক্তির সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। আমি ভাবিতে পারি না যে, এই (১) প্রকার কয়েক জুফ্ ব্যাপী এই প্রকার ফসাহত ও বলাগত সহ বক্তৃতা পূর্বে কাগজে না লিখিয়া এলহাম ব্যতীত পৃথিবীতে কেহ করিতে পারে। যখন এই আরবী ভাষণ যাহার নাম 'খুৎবায়ে এলহামিয়া' রাখা হইয়াছে লোকদিগকে শোনান হয়, তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা প্রায় দুইশত ছিল। খোদা-তালা মহান। তখন একটি গায়েবী প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হইতেছিল। আমি জানি না যে, আমি বলিতে ছিলাম বা আমার মুখ দিয়া কোন ফেরেশতা কথা বলিতেছিলেন। কারণ, আমি জানিতাম যে, এই ভাষণে আমার কোনই অধিকার ছিল না। আপনা-পনি তৈরী বাক্যগুলি আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। প্রত্যেকটি বাক্যই আমার জন্য একটি নিদর্শন ছিল।...ইহা একটি 'জ্ঞান মূলক মুজেযা' যাহা খোদা প্রদর্শন করেন এবং কেহই ইহার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতে পারে না।"

এই কেতাবের প্রথম ৩৮ পৃষ্ঠা يا عباد الله হইতে وسوف ينسئهم مثل خيبر فكروا পর্যন্ত মূল খুৎবা। বাকী বিষয় হুযুর পরে লিখিয়াছিলেন। হুযুরের খুৎবা শেষ হওয়ার পর হযরত মৌলবী আবদুল করীম সাহেব অনুবাদ শুনাইবার জন্য দণ্ডায়-মান হন। তিনি অনুবাদ শুনাইতেছিলেন, এমন সময় হযরত আকদস হৃদয়ের আবেগে সেজদায় নিপতিত হন। তাঁহার সহিত উপস্থিত সকল ব্যক্তিই শুকুরের সেজদা করেন। সেজদা হইতে মাথা তুলিয়া হযরত আকদস বলিয়াছিলেন ঃ

এখন আমি রক্তবর্ণ লিখিত 'মুবারক' শব্দ দেখিয়াছি। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার দরগাহে গৃহীত হওয়ার চিহ্ন। ২

খুৎবা এলহামিয়া প্রকাশ
১৭ই অক্টোবর ১৯০২ সন

এই কেতাবের মোট ২০৪ পৃষ্ঠা। মূল খুৎবার পৃষ্ঠা আটত্রিশ। ইহা প্রথম অধ্যায়। পরে হুযুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পরিবৃদ্ধি করেন। মূল খুৎবায় কুরবানীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর, হুযুর তাঁহার দাবীর উপর আলোকপাত করেন।

লাহোরের বিশপকে চ্যালেঞ্জ

লিফ্রয় একজন পাদ্রী। লাহোরে বিশপ পদে নিযুক্ত হইয়া ইউরোপ হইতে আগমন করেন। তিনি লাহোরে পৌঁছিয়াই "নিষ্পাপ নবী" এবং "জেন্দা নবী" বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ঘোষণা করেন এবং অত্যন্ত বীরদর্পে মুসলমানদিগকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন। তাঁহার প্রথম বক্তৃতা ১৮ই মে, ১৯০০ সন ফরম্যান শেপলে, আনারকলি, লাহোরে নিষ্পাপ সম্বন্ধে হয়। এই বক্তৃতায় তিনি দুর্বল রেওয়াইয়াত এবং তফসীর সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া হযরত মসিহ ব্যতীত সকল নবীকে গুণাহগার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানগণকে চ্যালেঞ্জ করিলেন যে, কাহারো সাহস থাকিলে মুকাবিলায় উপস্থিত হইতে পার। সভায় যে সকল উলামা-হযরত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই লা-হাউলা ওলা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠপূর্বক জল্‌সা হইতে প্রস্থান করেন। ঘটনাক্রমে, এই বক্তৃতার সময় আহ্‌মদিয়তের ভক্ত হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গাইরত কখন

(১) 'বালাগত' অর্থ ঘটনামোদিত বর্ণনা, যেমন দৃশ্য তেমনি বক্তৃতা।
(২) 'আল্-হাকাম,' চতুর্থ খণ্ড, ১৬ সংখ্যা; তাং ১ লা মে, ১৯০০ সন।

সহ্য করিতে পারিত যে, বিশপ সাহেব মুসলমান গণকে মুবাহাসার চ্যালেঞ্জ দিয়া বিজয়ের উল্লাসে সভাস্থল হইতে প্রস্থান করেন? তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পাদ্রী সাহেব, আপনি মসিহ্ নিষ্কলঙ্ক হওয়ার যে সকল দলীল ইঞ্জিল হইতে দিয়াছেন, তাহা কোন গবেষকের নিকট গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ইঞ্জিলগুলি তো হযরত মসিহ্র ভক্তগণের রচিত পুস্তক। ভক্তেরা সর্বদা প্রশংসা গীতিই গাহিয়া থাকে! অবশ্য যদি তাঁহারা হযরত মসিহ্র নিজের কোন উক্তি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক হওয়ার প্রমাণ স্বরূপে পেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অবশ্য প্রনিধানযোগ্য। আমরা ইঞ্জিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেখানে দেখি, হযরত মসিহ্ একজন ভক্তের উক্তির প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে পরিষ্কার বলিয়াছেন, 'তুমি আমাকে ভাল বলিতেছ কেন? স্বর্গস্থ পিতা ব্যতীত কেহই ভাল নহেন।' জানা যায় তিনি আপনাকে নিষ্কলঙ্কের স্থানে দাঁড় করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য, আমাদের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম নিশ্চয়ই নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে বলেন,—

والله يعصمك من الناس

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্র নিকট সকল মানুষ হইতে কেবলমাত্র তোমাকেই নিষ্কলঙ্ক করিয়াছেন।' হযরত মুফতি সাহেবের এই যুক্তি শুনিয়া পাদ্রী সাহেব অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইলেন এবং সভাস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

যখন হযরত আকদস বিশপ সাহেবের এই বক্তৃতার বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন হুযুর প্রত্যুত্তরে একটি ইশ্তাহার প্রকাশ করিলেন। উহাতে নিষ্কলঙ্ক নবী সম্বন্ধে তর্ক আহ্বান পূর্বক লিখিলেন যে, কোন নবীকে নিষ্কলঙ্ক ('মাসুম') প্রমাণ করায় কোনই ফল হইতে পারে না। কারণ, পুণ্যের সংজ্ঞা নিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভীষণ মতভেদ আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে,

"কোন কোন সম্প্রদায় মদ্যপানকে ভীষণ পাপ মনে করেন। কাহারো কাহারো মতে, যে পর্যন্ত রুটী ভাঙ্গিয়া মদ্যে ডুবান না হয় এবং একজন নূতন শিষ্য ধর্মের প্রধান পুরুষগণের সঙ্গে একত্রে এই রুটী ভক্ষণ না করে এবং এই মদ্য পান না করে, সে পর্যন্ত ধার্মিক হওয়ার পুরাপুরি সনদ লাভ করিতে পারে না। ... অবশ্য, এই পন্থাটি অতি সুন্দর যে, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এবং হযরত মুকদ্দাম মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের জ্ঞানের ও কার্যের; চারিত্রিক ও পবিত্রতার, কল্যাণেরও ক্রিয়া শক্তির, প্রত্যয়ের ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভের, মঙ্গল-বিতরণ ও সামাজিক জীবন প্রভৃতি, বিশেষত্বে পরস্পর তুলনা করা হয়। অর্থাৎ, ইহা দেখাইতে হইবে যে, এই সকল বিষয়ে কাহারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং কাহারা হয় না।...এবং যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, সকল জাতিই নিষ্কলঙ্কতার দিক দিয়া একইরূপ বর্ণনা করেন,...তবে যদিও এই প্রকার ধরিয়া নেওয়া অসম্ভব, তবু আমরা শুধু এই কথার গবেষণা দ্বারা যে, এক ব্যক্তি মদ্য পান করে না, রাহাজানি করে না, ডাকাতি করে না, খুন করে না, মিথ্যা সাক্ষী দেয় না, এই প্রকার ব্যক্তি শুধু এই প্রকার নিষ্কলঙ্কতার ফলে 'কামেল ইন্সান' বা আদর্শ মানুষ হওয়ার কখনো যোগ্য নয় এবং কোন প্রকৃত ও উচ্চ পুণ্যের অধিকারী হইতে পারে না।...এই প্রকার নবীগণের প্রশংসা করা এবং বারম্বার নিষ্কলঙ্কতা ও নিষ্পাপ হওয়া, উপস্থিত করা এবং দেখান যে, তাহারা বড় বড় অপরাধ করেন

(১) দেখুন, ইশ্তাহার "বিশপ সাহেব লাহোর সে এক সাচ্চা ফয়সালা কি দারখাস্ত", তাং ২৫শে মে, ১৯০০ সন।

নাই, যাহা অত্যন্ত ঘৃণিত ও অসম্মানসূচক কার্য। অবশ্য, সহস্র সহস্র উন্নত গুণরাশির অনুসঙ্গের যদি ইহাও বর্ণিত হয়, তবে কোন দোষ নাই।...আদর্শ মানুষের পরিচয়ের জন্য মঙ্গল আহরণের দিক দেখা কর্তব্য। অর্থাৎ, কি কি প্রকৃত পুণ্য তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ প্রকৃত গুণরাশি তাঁহার চিত্তে, মস্তিষ্কে ও বিবেকের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং, ইহাই সেই বিষয়, যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হযরত মসিহ্‌র ব্যক্তিগত আদর্শ ও বিভিন্ন মঙ্গলাচার এবং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আদর্শ ও মঙ্গলাচার প্রত্যেক দিক দিয়া পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।"... শেষ পর্য্যন্ত।

হযরত আকদাসের এই ইশ্‌তাহার লাহোর ও অন্যান্য সহরে বিতরণ করা হইল। ইহার ইংরাজিতে অনুবাদ করাইয়া বিশপ সাহেবকেও পাঠান হইল এবং হযরত মসিহ্‌র সহিত তাঁহার সম্বন্ধের মাধ্যমে তাঁহার নিকট আবেদন করা হইল যেন, তিনি মুবাহাসা অবশ্যই মঞ্জুর করেন। কিন্তু বিশপ সাহেব এরূপ ভীত হইলেন যে, তিনি কোনই প্রত্যুত্তর করেন নাই। অথচ তিনিই প্রথমে চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। বিশপ সাহেব ভয় করিবার দুইটি কারণ ছিল। তাহা এই :—

প্রথম, হযরত আকদাসের এই ইশ্‌তাহারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন এবং হযরত মসিহ্‌র ইঞ্জিল বর্ণিত নিষ্কলঙ্কতার খণ্ডনে শক্তিশালী যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়, যেদিন পাদ্রী সাহেব এই ইশ্‌তাহার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ২৫শে মে, ১৯০০ সন পাদ্রী সাহেব 'জিন্দ রসুল' বিষয়ে বক্তৃতা করিবার ঘোষণা করেন। পূর্ববৎ ইহাতেও মুসলমানগণকে সম্মুখীন হওয়ার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। লাহোরের উলামাগণের মধ্যে কেহ সম্মুখীন হওয়ার জন্য অগ্রসর হন নাই। ইস্‌লামের প্রেম ও সহানুভূতি যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা মৌলবী সানাউল্লাহ্ সাহেবকে অমৃতসর হইতে আনিলেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব ডাঃ লিফ্রয়ের সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে মুসলমানগণকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে না যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মুসলমানগণ তাঁহাদের উলামাগণের নিঃসহায়তা দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জানুভব করিলেন এবং হযরত আকদাসের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। হযরত আকদাস রুহুল কুদ্দুসের (পবিত্রাত্মার) সাহায্যে ডাঃ লিফ্রয়ের অভিপ্রীত বিষয়ে বক্তৃতার পূর্বেই "জিন্দা রসুল" সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিলেন। আশ্চর্য্যের কথা, পাদ্রী সাহেব যে বক্তৃতা করিতেন, উহার যুক্তিগুলি ইতিপূর্বেই হযরত আকদাসের সন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছিল। পাদ্রী সাহেব তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিলে হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব হযরত আকদাসের সন্দর্ভ পাঠ আরম্ভ করেন। তখন শ্রোতাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, হযরত মীর্যা সাহেব কিরূপ পাদ্রী সাহেবের যুক্তিগুলি পূর্বেই জানিতে পারিলেন। তিনি ঐ সকল যুক্তি একাদিক্রমে খণ্ডন করিয়াছিলেন। বিশাপ সাহেব এবং তাঁহার অন্য সাথীরাও এই সন্দর্ভ পাঠ শুনিয়া অবাক হইলেন। কারণ, এই সন্দর্ভ তাঁহার বক্তৃতার পুরাপুরি জবাব ছিল।

যাহাহোক, হযরত আকদাসের চ্যালেঞ্জ পাইয়া বিশপ সাহেব হতভম্ব হইয়া পড়িলেন এবং মুবাহাসা করিতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলেন। হযরত আকদাস যখন এই মুবাহাসার সর্তগুলি প্রকাশ করেন, তখন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ইংরাজি পত্রিকাগুলির ইংরাজ সম্পাদকগণ মনোজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন।

১। 'পাইনিয়র' লিখিলেন।

"Undoubtedly great interest will attach to the meeting, if Dr. Lefroy does decide to enter the lists."

"যদি ডাঃ লিফ্রয় প্রতিযোগিতা করিতে সম্মত হন, তবে অবশ্য এই মুবাহাসা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইবে"

২। তখনকার প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর' কাগজ লিখিলেন :

"The Bishop of Lahore seems to have retired with more haste than dignity from a challenge, which he had himself provoked."

'মনে হয়, লাহোরের বিশপ সাহেব মান সম্মান ছাড়িয়া ত্বরান্বিত হইয়া এমন একটি চ্যালেঞ্জ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা তিনি নিজেই প্রথমে করিয়াছিলেন।"...

৬। 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী টেলিগ্রাফ' একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন :

"We are of opinion that the Bishop would do well to accept the challenge."

"আমাদের মতে বিশপ সাহেব এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলে ভাল হয়।" আরো লিখিলেন :

"Again we do not see how the Bishop can plead that such an elaborate controversy would take up too much of his time. He should on no account lose any opportunity of Refunding, silencing and convincing such opponants, especially when he is disired to prove, 'which of the two religions, christianity or Islam, can be called the living faith'? and of the teachings inculated in the Holy Quran and the Bible, which is more excellent and natural ?'

We would like to see the challenge accepted, because we think it would prove highly interesting."

"আমরা বুঝিতে পারি না যে, বিশপ সাহেব কিরূপে এই ওজর করিতে পারেন যে এমন সুন্দর তর্কে তাঁহার সময়ের বৃহৎ অংশ নিবে। কোন মতেই এরূপ বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিবার, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার এবং তাহাদিগকে বুঝাইবার সুযোগ হারান উচিত নয়। বিশেষতঃ, যখন তাঁহার নিকট ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে যে; খৃষ্টিয়ান ও ইসলাম ধর্ম দুইটির মধ্যে কোন ধর্মকে 'জীবিত' বলা যাইতে পারে এবং 'পবিত্র কোরআন ও বাইবেলের মধ্যে কাহার শিক্ষা অধিকতর সুন্দর ও স্বাভাবিক'? চ্যালেঞ্জটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব। কারণ, আমাদের মতে ইহা অতিশয় আনন্দদায়ক হইবে।"১

বিশপ লিফ্রয় সাহেবের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের যাবতীয় ওজর আপত্তি বৃথা হওয়ার পরে 'রিভিয়ু অফ্ রিলিজিয়ন্স' মাসিক পত্রেও সবিস্তারে সমালোচনা করা হয়। তখনো তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অগ্রসর করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি কোন মতেই অগ্রসর হইলেন না। (ক্রমশঃ)

(১) ১৯শে জুন, ১৯০০ সনের 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী টেলিগ্রাফ'।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সিনেমা না 'সিনের' (পাপের) মা ঃ

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, "সিনেমার টিকিট কালোবাজারীর মুনাফার অর্থ বন্টনকে কেন্দ্র করিয়া রাজধানীতে একব্যক্তি ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছে।

রমনা পুলিশসূত্রে প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রে অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনরত 'ফল অবদি রোমান এ্যাম্পায়ারের' টিকিট কালোবাজারীর মুনাফার অর্থ বন্টন নিয়া গোপীবাগ বাজারে দুইটি দলের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। পরে গভীর রাত্রে একদল অপর দলকে ছুরি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করে। ফলে নুরুমিয়া (৩০) নামে একজন কালোবাজারী মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়। তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গতকল্য 'রবিবার' অপরাহ্নে তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইদানিং শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে টিকিট-কালোবাজারীর মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব কালোবাজারীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন প্রকার অপরাধমূলক কার্যাবলীর পরিমাণও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন মহলের ধারণা সিনেমার টিকিট কালোবাজারীর সহিত প্রেক্ষাগৃহের কোন কোন কর্মচারীর সক্রিয় সহযোগিতা রহিয়াছে।"

সিনেমা শিল্পকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে না পারলে এর দ্বারা যে পরোক্ষভাবে শুধু মানুষের নৈতিক অধঃপতনের পথই প্রশস্ত হয় তা নয়, প্রত্যক্ষভাবেও অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যে যায় এর চাক্ষুষ প্রমাণ হলো উপরোক্ত ঘটনা। এসব লক্ষ্য করেই আহমদীয়া জামাত পঙ্কিলতায় ভরা সিনেমা দেখা বারণ করেছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে বর্তমান সিনেমা হাউজ গুলো যেন 'সিনের' (Sin) অর্থাৎ পাপের 'মা' হয়ে ওঠেছে।

সূর্য বিস্ফোরিত হবে ঃ

ইদানিং স্কটল্যাণ্ড হতে একটি সংবাদে বলা হয়েছে – কোন এক সময়ে সূর্য বিস্ফোরিত হবে। এর হাত হতে বাঁচাতে হলে পৃথিবীকে এর কক্ষ পথ হতে সরিয়ে নিতে হবে।

বৃটিশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আয়ান বক্সবার্গ এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চূড়ান্ত বিস্ফোরণের পূর্ব মূহূর্তে সূর্যের প্রখরতা বর্তমানের চেয়ে ১ হাজার গুণ বেশী হবে। সূর্যের আয়তনও ঐ সময়ে ৪ শত গুণ বেড়ে যাবে।

এখানে কতকগুলো কথা ভেবে দেখবার আছে। মানুষ তার সৃজনিশক্তির বলে পৃথিবীকেও কক্ষ পথ হতে সরিয়ে নেওয়ার প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়ে ভাবতে সুরু করেছে। অপরদিকে সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যে কেয়ামত হতে পারে সে সম্ভাবনাও স্পষ্টতরভাবে মানুষের ধীশক্তির অন্তরভুক্ত হচ্ছে। বিজ্ঞানের সম্প্রসারিত পরিধিতে বিভিন্ন ধর্মে বিশেষ করে কোরআনে উল্লেখিত কিয়ামতের কথা উপলব্ধি করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব-সভ্যতার বড় শত্রু বিশ্বের সভ্য দেশগুলো :

জেনেভা হতে ২৯শে আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ : "জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উথান্ট অদ্য এখানে অপারমাণবিক রাষ্ট্রবর্গের সম্মেলনে প্রেরিত বাণীতে এইরূপ হুশিয়ারী করেন যে বিশেষজ্ঞদের মতে ইতিমধ্যেই মওজুদকৃত পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষমতা বিপুল মেগাটন শক্তিসম্পন্ন হইবে। উহার প্রত্যেকটি অস্ত্রের ধ্বংসকরী ক্ষমতা গোলাবারুদ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে এ যাবৎ প্রচলিত যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল বিস্ফোরক দ্রব্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অদ্য এখানে জাতিসংঘের উদ্যোগে অপারমাণবিক রাষ্ট্রবর্গের সম্মেলন শুরু হইয়াছে এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র উজির মিয়া আরশাদ হোসেন উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বিশ্বের ৮৫টি দেশ উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিতেছে। এই উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে উথান্ট আরো বলেন যে, ঐসব অস্ত্রের কয়েকটি একসঙ্গে ব্যবহৃত হইলে বিশ্ব সভ্যতা অবশ্যই চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

তথাকথিত সভ্য দেশগুলোই যে বিশ্বসভ্যতার বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে তা দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে ওঠছে। যারা সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারাই সভ্যতাকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য যেন পাগল হয়ে ওঠেছে। এর কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হবে না। স্রষ্টার ইচ্ছাকে রূপ না দিয়ে, সমগ্র মানব জাতিকে একক হিসেবে গ্রহণ না করে সভ্যতা গড়ে তোলার আদর্শহীন বিপুল প্রয়াসই এজন্য দায়ী। মানুষ যখন এমনি অবস্থায় উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তাঁর আদরের সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য নবী-রসুলকে পাঠিয়ে থাকেন। এ জামানাতেও তাই হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্তালা সমূহ ধ্বংস হতে মানবতাকে রক্ষা করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এ পথ ছাড়া মানবতাকে বাঁচানোর আর কোন পথ নেই।

॥ আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কটাক্ষ ॥

মুহম্মদ আতাউর রহমান

আজকাল এক শ্রেণীর পত্রিকা আহমদীয়া আন্দোলনের মহান প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কটাক্ষ করার কাজে ব্রতী হইয়াছে। এই আন্দোলনের আদর্শ এবং শিক্ষা পৃথিবীতে আজ কোন না কোন ভাবে গৃহীত এবং সমাদৃত অথচ নূতন সমালোচকরা বে-খবর। তাঁহারা পুরাতন সমালোচকের প্রশ্নগুলি নিয়া হাজীর হইয়াছেন যাহার উত্তর একাধিকবার দেওয়া হইয়াছে।

আমি এখন আহমদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি ও আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব কর্তৃক তাহার জওয়াবের উল্লেখ করিতে চাই। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব আহমদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপত্তির পর আপত্তি তুলিয়া এই দেশে নাম করিয়াছেন। ঐ আপত্তিগুলির উত্তর আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব ধারাবাহিকভাবে প্রদান করেন এবং পরে "হাদীছুল মাহ্দী" নামে ঐ জওয়াবগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখ এই যে, ঐ আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আপত্তিগুলি এখনও প্রচার করা হয়।

অন্য যাহারা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যতরকম আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার উত্তর যথাসময়ে পাইয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণকে আপত্তিগুলি বার বার শোনান হয়, জওয়াবগুলি শোনান হয় না।

আহমদীয়া আন্দোলন কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক আন্দোলন। ইহার সত্যতা দিবালোকের মত উজ্জ্বল। কিন্তু যদি কেহ সত্য জানিতে না চাহেন তবে উপায় কি?

এস্থলে খ্রীষ্টান প্রচারকদের একটী কৌশলের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের পিয়ারা রসুল মানবগৌরব মুহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে পাদরী সাহেবরা নানা আপত্তি করেন তন্মধ্যে তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ অন্যতম। কি জন্যে ঐ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হইল তাঁর দাঁত ভাংগা জওবাব দেওয়া হইয়াছে 'কিন্তু পাদরী প্রবরগণ জওয়াবের তোয়াক্কা করেন না। তাহাদের অভ্যাস হইল আপত্তি পেশ করা এবং মানবকল্যাণ মুহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধীয় সত্যতা হইতে জনসাধারনকে দূরে রাখা। পৃথিবীর এই পুরাতন রোগের ঔষধ কি?

আমি আশাবাদী। মুসলনান ভ্রাতৃবৃন্দের পার্থিব মহান কর্তব্য সম্বন্ধে এবং তাহাদের ভূমিকা সম্বন্ধে কখনও নৈরাশ্য পোষণ করিনা। আমি তাহাদিগকে অনুরোধ করি যখনই তাহারা আহ্মদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপত্তি এবং বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন তখন যেন প্রশ্ন করেন, "ইহার কি জওয়াব সন্ধান করা যায় না? আহমদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমাজে প্রচার করার যত সুযোগ আছে তাহার স্বপক্ষে প্রচার করার কি সেই পরিমাণ সুযোগ সমাজ দিয়াছে? উভয় পক্ষের বক্তব্য সমাজকে শুনিতে দেওয়া হউক। এক পক্ষের জবানবন্দীতে কি বিচার হয়? যারা আহমদীয়া আন্দোলনকে অভিযুক্ত করিয়াছেন তারাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন— বাদী বিচারক হইলে কেহ কি সুবিচার আশা করিতে পারে?

আহ্মদীয়ৎ এবং ইসলাম এক-ই জিনিস। কিন্তু পাদ্রী সাহেবরা ইস্লামকে মুহাম্মেডানিজম করিয়াছেন

এবং আহ্‌মদীয়ৎকে বিরুদ্ধবাদীরা কাদিয়ানী, কখনও বা মির্যায়ী মতবাদ বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্য কি? আজ ৬০ বৎসর পরেও যাহারা একটী বিশ্ব-ব্যাপী ইস্‌লাম প্রচারকারী আন্দোলনের শুদ্ধ করিয়া নাম বলিতে পারিল না তাহারা এই আন্দোলন সম্বন্ধে যে কি ধারনা রাখে তাহা বুঝা কঠিন নহে।

পাঠক জানেন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকে মুসলমানের পতন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দাজ্জাল তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল আল্লাহ্‌র সত্য ধর্ম ইস্‌লামকে গ্রাস করিবার জন্য।

এরূপ দুর্যোগেই আমাদের পিয়ারা-নবী মুহম্মদ (সাঃ) ওয়াদা দিয়াছিলেন তাঁহার মসিহ এবং মাহদীর আল-আমিন ছিদ্‌রাতুল-মুন্তাহাবিহারী মহানবী (সাঃ)-এর ওয়াদা কি ব্যর্থ হইতে পারে? তাঁহার আগমনে ইস্‌লামের বিশ্ববিজয় নিহিত ছিল। কোন ইস্‌লামমুহ্রদই তাঁহার আগমনে রুষ্ট বা বিচলিত হইতে পারেন না। হাঁ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাঁহাকে সনাক্ত করা সময়সাপেক্ষ হইতে পারে। এটা স্বাভাবিক। খোদা প্রেরিত নেতাগণকে সনাক্ত করিতে কতক মানুষ ঢের বিলম্ব করে। আর চৌদ্দ শত বৎসরেও সরদারে আম্বিয়া রহমতুল্লিল আলামীন মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে সনাক্ত ও গ্রহণ করিতে দুনিয়ার দুইশত কোটীর অধিক মানুষ ব্যর্থ হইয়াছে। তজ্জন্য কার ক্ষতি হইয়াছে? মানুষইত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তওরীত ও ইন্‌জিলের প্রতিশ্রুত নবী রসুলেআরবী (সাঃ)-এর কোন ক্ষতি হয় নাই। সেরূপ তাঁহার প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী (আঃ) উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কারণে বিধাতার বিঘোষিত বিজয়ের জন্য মানবের দ্বারে সমাগত। মানুষ তাঁহাকে গ্রহণ না করে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার অমূল্য জীবন বিনাশ করিলে সে কার ক্ষতি করে? মাহদীর সূর্য্য আজ প্রভাতগগণে—কাজ করার যাহারা, তাহারা কাজে লগিবে আর ঘুমাইবার যাহারা তাহারা ঘুমাইবে। তাহাদের জন্য সূর্য্যোদয় বৃথা। আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের সমালোচনায় আমরা বিচলিত নই। কিন্তু আজ ষাট বৎসরেও যাহারা এই বিশ্ব-জোড়া আন্দোলনের নামটিও শুদ্ধ করিয়া বলিল না তাহাদের কাছে পৃথিবী কি পাইতে পারে?

একটা কল্যাণময় জিনিসে মানুষকে আকৃষ্ট করা কঠিন কিন্তু তাহাকে ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সহজ কিন্তু পরিণামে মানুষের উপকারী কে সাব্যস্ত হয়? আহমদীয়ৎ এক কল্যাণময় জিনিস। ইহার মহান প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহতাআলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁহাকে "ইংরেজী নবী" বলিয়া অপপ্রচার করিলে মানুষের কোন উপকার হইবে না। পাঠকগণ যেখানেই এই পুস্তকের অস্তিত্ব দেখিবেন সেখানেই একখানা 'মুহম্মদী মসিহ' এক সংগে বাঁধিয়া লইবেন। দেখিবেন এতটুকু কাজে মানুষের এক মহোপকার আপনাতে সম্ভবে কি না। "ইংরেজী নবীর" জওয়াবে "মুহম্মদী মসিহ" প্রদান করিয়া জনাব মৌলবী মুহম্মদ সাহেব মুসলমান জাতির কেন সত্যসন্ধানী বিশ্বের বড় উপকার করিয়াছেন। বিশ্বের বৃহত্তম কল্যাণের জন্য আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার হায়াত দারাজ করুন।

সংক্ষেপে বলিতেছি যে, আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাহারা দাঁড়াইয়াছিলেন ইহার মহান প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের প্রশ্নগুলি তুলাধুনা করিয়াছেন, তাহাদের জওয়াব দিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় হইতে হিংসা দ্বেষ মুক্ত করিয়া আল্লাহ্‌র কাজে অগ্রসর হইতে আবেদন করিয়াছেন। ঐ সকল সমালোচকদের নাম ঠিকানা এবং আপত্তি সমূহ তাঁহার পুস্তকাবলীতে স্থান লাভ করিয়াছে। তৎসংগে তাঁহার জওয়াবগুলিও সন্নি-

বেসিত হইয়াছে। এইগুলি দুষ্প্রাপ্য জিনিস নহে। জনসাধারণের সুবিধার্থে উহা সংরক্ষিত আছে।

মৌলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী এবং মৌলবী মুহম্মদ হুসেন বাটালবী প্রমুখাৎ ব্যক্তির আপত্তিগুলিরও ধারাবাহিক উত্তর স্বয়ং মহান প্রতিষ্ঠাতা আপন জীবদ্দশায় দিয়াছেন। ঐসব আপত্তি পুনরুত্থাপনের পূর্বে মহান প্রতিষ্ঠাতার দেওয়া জওয়াব সম্বলিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া নিতে সমালোচকগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

* * *

আজ বিশ্ব-মানব বিপন্ন। বিশেষ করে মুসলমান আজ বৃহৎশক্তিপুষ্ট ইহুদীবাদের হুম্‌কীর সম্মুখীন। আমাদের প্রথম কেবলা হস্তচ্যুত। ভারতে, কাশ্মীরে, সাইপ্রাসে মুসলমান নিপীড়িত। ইয়েমনে, নাইজিরিয়াতে মুসলমান গৃহ-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত। আবিসিনিয়াতে মুসলমান উপেক্ষিত। আজ মুসলমানের সকল শ্রেণীর মধ্যে একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ একান্ত দরকার। যাহারা এ কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন তাহারা জাতির ধন্যবাদার্হ হইবেন। দেবতা-পূজারী বহু গোষ্ঠী ভরা আরবকে ইস্‌লামই এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া একতাবদ্ধ করে। ইস্‌লামের খোদা বিশ্বের পালনকর্তা প্রভু। তিনি প্রেমময়। বিশ্বের সকল জাতিকে ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্ব সাম্য এবং প্রীতির বন্ধনে একত্রিত করিতে চান। এই সকল সত্য স্মরণ করাইয়া মুসলমান জাতিকে যিনি উন্নত করিতে সারা জীবন উৎসর্গ করিলেন, যাহার জামাত তাঁহারই শিক্ষাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া বিশ্বকে মুসলমান করার স্বপ্ন সফল করিতে নিবেদিতপ্রাণ, তাহাদের সংগে এরূপ ব্যবহার কি কোন হৃদয়বান করিতে পারে? আফসোস। যাহারা ইস্‌লামের জ্ঞানধারী বলে দাবী করেন তারা যুগে যুগে আল্লাহ-ওয়ালাদের সংগে একি ব্যবহার করিয়াছেন? ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম বুখারী, বড়পীর বাগ্‌দাদী, সেখ সাদী, মৌলানা রুম, মুজাদ্দিদে আলফে সানি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম গাজ্জালী, (রাহমাতুল্লাহি আলাইহীম)। কেহই ত কুফরী ফতোয়ার আঘাত হইতে রেহাই পান নি।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যেও বহু ফেরকা আছে। যেমন খৃষ্টানদের মধ্যে প্রেস বাইটেরিয়ান, সেভেন্‌থ-ডে এডভেন্টিষ্ট, এংগলিকান চার্চ্চ, মেথডিষ্ট, কেলভেনিষ্ট, ডমিনিকান ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন দল রেষারেষি এবং সংকীর্ণতা পরিহারপূর্বক "নেটিভগণ"-কে খৃষ্টান ভ্রাতৃত্ব মণ্ডলীতে অবিরাম ভক্তি করিয়া যাইতেছে। কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে না। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাহারা নির্ব্বিবাদে "খৃষ্টবাদ" প্রচার করিয়া যাইতেছে, পূর্বে যাহারা এই পাকিস্তানে এক লক্ষের কম ছিল আজ সেখানে তাহারা বার লক্ষে পৌছিয়াছে। কিন্তু শত আফশোশ! এক আল্লাহ্, এক কেবলা, এক কেতাব এবং এক কল্‌মাধারী মুসলমান যখন প্রচারে বহির্গত হয়, তখন একে অন্যের উপর কাদা ছুড়াছুড়ি করে এবং মুসলমানে মুসলমানে হিংসা ছড়ায়, ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্ববোধ তখন পুস্তকে কিংবা সমাধিতে গুম্‌রিয়া মরে।

আহ্‌মদীগণে রবিরুদ্ধে হিংসা ছড়ান হইতেছে। কিন্তু তাহারা ত সকলকে প্রেম প্রীতি ছড়াইতেই বরাবর উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়া আসিতেছে। তাহারা ত মুসলমানগণের মধ্যে দিবারাত্র যে হানাহানি চলিতেছে, ভাই-এ ভাই-ফ, স্বামী-স্ত্রীতে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে, এমন কি পিতা পুত্রে রেষারেষি চলিতেছে, গ্রামে-গ্রামে, অঞ্চলে অঞ্চলে যে ভুল বুঝাবুঝি চলিতেছে, এবং যাহা ইস্‌লামের অমূল্য জিনিস মুসলিম ভ্রাতৃত্বের

রিশ্‌তা তাহা দিনে দিনে বিলুপ্তির পথে; এবং ইহাতে আহ্‌মদী মুসলমানই সর্বাপেক্ষা ব্যথিত। কেননা আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার আগমণের উদ্দেশ্য হইল মুসলেম-ভ্রাতৃত্বের রিশ্‌তায় দুনিয়ার সকলকে বন্ধন করা। এই আন্দোলনের মহান প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন: "আমি মানব জাতিকে সেইরূপ ভালবাসি যেরূপ এক স্নেহময়ী মাতা সন্তানকে ভালবাসে, বরং আমি উহা অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি।"

খৃষ্টবাদ এবং ইহুদীবাদ সম্বন্ধে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গভীর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টবাদ আসলে দাজ্জাল।

এই আন্দোলনের দ্বিতীয় কর্ণধার আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে ইহুদীজাতি এবং তাহাদের উচ্চাকাঙ্খা সম্বন্ধে মুসলেম জাহানকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

এখন খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদের সংগে কাদিয়ানীবাদকে ব্রেকেট দিয়া যাহারা একাকার করিতে চায় তাহাদের মত জালেম আর কে হইতে পারে বলুন। যাহারা এরূপ ব্রেকেটে উস্তাদ, আসলে তাহারা হয় খৃষ্টবাদ এবং ইহুদীধর্ম কি তাহা বুঝে না, অথবা বুঝিলে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য উত্থিত "আহ্‌মদী জামাত"-কে বন্ধু মনে করিত যেমন দেশভক্ত নাগরিক সৈন্যবিভাগকে বন্ধু মনে করে।

মুসলমানের হৃদয়ে যখন প্রেম প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন পিতামাতা, স্ত্রী পুত্র হইতে তাহার আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বৎ হইবে অধিকতর, তাঁহার বান্দাগণের জন্য হইবে সে বিগলিত প্রাণ। সে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দেশ বিশেষকে অন্যায়ভাবে হামলা করিবেনা, মুখে কি হস্তে, কি লেখনী যোগে। সে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কাহারও আদর্শ কিংবা কর্মপ্রণালীকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে না কারণ সে জানে তাঁহার প্রেমময় প্রতিপালক প্রভু আদেশ করিয়াছেন:

ওয়ালা তাক্‌ফু মা লাইছা লাকা বিহিইল্‌ম, ইন্নাছ ছাম্‌আ ওয়াল বাছারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লু উলাইকা কানা আন্‌হু মাছউলা। [বনি ইস্‌রাইল]

অর্থ:—এবং ধাবিত হইওনা তাহার পিছনে যাহার সম্বন্ধে তোমার সম্যক ইল্‌ম (জ্ঞান) নাই। নিশ্চয়ই শ্রবণেন্দ্রীয় এবং চক্ষু এবং হৃদয়—উহাদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হইবে।

আল্লাহ্‌র শক্তি এবং ন্যায় বিচার সম্বন্ধে যে সামান্যও অনুভূতিসম্পন্ন সে কেমন করিয়া আল্লাহ্‌ তাআলার উপরোক্ত আদেশ লংঘন করিয়া রসনা বা লেখনী চালাইতে পারে?

★

সংবাদ

হুজুরের স্বাস্থ্য

দৈনিক আল-ফজলে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অত্যধিক গরমের কারণে কিছুটা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আল্ হুর ফজলে এখন তিনি সুস্থ। হযরত সাহেবের পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুগণ দোয়া জারি রাখিবেন।

মোবারেকা বেগম সাহেবার স্বাস্থ্য

হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবার (মাদ্দাঃ) অসুস্থতার সংবাদ ইতিপূর্বে আল-ফজল পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ২রা অক্টোবরের আল-ফজলে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। তাঁহার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য বন্ধুগণ দোয়া জারি রাখিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর কনিষ্ঠা কন্যা।

পরলোকে মৌলবী আলী আকবর

জামাতের বিশিষ্ট কর্মী সদর মুরব্বী জনাব আলী আকবর সাহেব গত ২রা অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বেলা তিনটার সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৪৮ বছর।

জনাব আলী আকবর সাহেব ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে নারায়ণগঞ্জ বেড়াইতে যান। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে বেলা ৬টার সময় তাঁহার রক্ত বমন হয়; আঞ্জুমানে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে কিছু হোমিও ঔষধ সেবন করান হইলে তিনি সারা রাত্রি সুস্থ থাকেন। ফজরের নামাযের সময় তিনি নিজেকে রীতিমত সুস্থ বোধ করিয়া ইমামের সহিত স্বাভাবিকভাবে ফজরের নামায আদায় করেন। ফজরের নামাযের অব্যবহিত পরেই তিনি পুনরায় রক্ত বমন করেন। ইহার পর পায়খানায় যাইবার সময় আর একবার রক্ত বমন করিলে তাঁহাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি তার পরদিন পরলোকগমণ করেন।

মৃত্যুকালে জনাব আলী আকবর সাহেব দুই স্ত্রী ও চারি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুনির আহমদ দশম শ্রেণীর ছাত্র। সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ৭ মাস।

তাঁহার মৃত্যুতে আমরা জামাতের এক বিশিষ্ট ও প্রানবন্ত কর্মীকে হারাইলাম। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা তাহাকে বেহেশতে উচ্চস্থান দান করেন।

আলী আকবর সাহেব যেহেতু মসীহ ছিলেন সেহেতু রাবওয়ার বেহেশতী মোকবেরায় সমাধিস্থ করার জন্য তাহার লাশ বিমানযোগে লাহোর প্রেরণ করা হয়। সেখান হইতে ট্রাকযোগে তাঁহার লাশ রাবওয়ায় পৌঁছান হয়। হযরত আমিরুল মোমেনিন (আইঃ) রাবওয়ায় তাহার জানাজার নামায পড়ান।

দিনাজপুর-রংপুরে প্রবল বন্যা

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের প্রবল বন্যার জলরাশি দিনাজপুর ও রংপুরে প্রবিষ্ট হইয়া এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে এতবড় বন্যা আর কখনও দিনাজপুর ও রংপুরে হয় নাই বলিয়া ওয়াকেফহাল মহলের খবরে প্রকাশ।

নির্ভরযোগ্য খবরে প্রকাশ যে, দিনাজপুর জিলা ও রংপুর জিলায় অবস্থিত আহমদীয়া জামাতের কেহ সর্ব-গ্রাসী বন্যায় প্রাণ হারান নাই।

প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব উত্তরবঙ্গ সফর শেষে আহ্‌মদনগরে স্বীয় বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বন্যার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু এই দুরবস্থার সময় তাঁহার সেখানে অবস্থান একান্ত দরকার।

বন্যার্তদের সাহায্যে আহমদীয়া যুবসংঘ

আহ্‌মদীয়া যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রধান জনাব মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব ঢাকা-ময়মনসিংহের জিলা কায়েদ জনাব সহিদুর রহমান সাহেবের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার্তদের দুর্গতিতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বাণী প্রেরণ করেন।

তাঁহার বাণীতে তিনি আহ্‌মদীয়া যুবসংঘকে রিলিফ কার্যে আগাইয়া যাইতে নির্দেশ দান করেন। কেন্দ্রের তরফ হইতে আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিষয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া তিনি জানান।

তাঁহার নির্দেশক্রমে কয়েকদিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া ঢাকা আহমদীয়া যুবসংঘের একদল দিনাজপুর রংপুরে যাইবে বলিয়া খবরে প্রকাশ।

মাননীয় প্রোফেসার ডাঃ আবদুস সালাম সাহেবের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

"আমি আল্লাহ্‌তায়ালার, যিনি আমাকে নিজ বিশেষ কল্যাণ ও পুরস্কার দ্বারা ভুষিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার পর নিজ ঐ সমস্ত বন্ধুদেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাঁহারা আমার জন্য দোওয়া করিয়াছেন। সেই দোওয়ার কল্যাণেই আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ কল্যাণ ও করুণাদ্বারা আমাকে সেই পুরস্কার দান করিয়াছেন যাহার বিষয়ে আপনারা গত কয়েক দিন পূর্বে আল-ফজলে পাঠ করিয়া থাকিবেন।

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা, নিজ কৃপায় আমাকে এই সামর্থ দান করিয়াছেন যে, আমি এই অর্থকে দেশ ও জাতির নবীন বৈজ্ঞানিক-দের অধিকতর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেই। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমার এই সংকল্পে বরকত দান করেন এবং দেশ ও জাতির জন্য ইহার উত্তম হইতে উত্তম প্রতিফল দান করেন। অধিকন্তু এ দোওয়াও করিবেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন অদূর ভবিষ্যতে এবং তাহার পরবর্ত্তিকালেও আমাকে তাঁহার অসাধারণ কল্যাণ ও পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করেন যাহাতে ভবিষ্যতেও আমি দেশ ও জাতির অধিকতর সেবা করিবার সুযোগ তাহার কল্যাণে লাভ করিতে পারি। আমীন।

খাকসার—আবদুস সালাম। দৈনিক আলফজল ২১।৯।৬৮

ওয়াকফে জদিদের জন্য বিরাট দান

আল-ফজল ২রা অক্টোবর: ইহা অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় যে, আহমদিয়াত তথা ইসলামের জন্য এমন খাদেমও আছেন যাঁহার হৃদয় ধর্মীয় সেবার প্রেরণায় উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাঁহার প্রমান স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শেখ জাফর আহমদ সাহেব কর্তৃক ঢাকার ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের, পক্ষ হইতে) ছয় হাজার টাকা (৬০০০'০০) প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদিয়ার মাননীয় আমীর সাহেব উক্ত সংবাদ দফতরে প্রেরণ করিয়াছেন।

দোওয়া করি আল্লাহ্‌তায়ালা মহতেরাম শেখ সাহেবকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নেয়ামত দান করুন এবং নিজ কল্যাণের অংশিদার করুন। তাঁহার এই আদর্শ অপরাপর বিত্তবানদের জন্য অনুকরনিয় হোক কারণ বর্তমান সময়ে ধর্মকে বৈষয়িক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতা দান করা একান্ত কর্তব্য।

নাজিম-এ-মাল ওয়াকফে জদিদ
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া রাবওয়া

★

সহজ পদ্ধতিতে

কুরআন শিক্ষা

আহমদ সাদেক মাহমুদ

[কুরআনের শাব্দিক অর্থ দেখাইয়া প্রত্যেক কুরআন শিক্ষার্থীর জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। বিশেষ করিয়া যাঁহাদের আরবী ভাষার জ্ঞান খুব কম অথবা নাই বলিলে ও চলে, তাঁহাদের জন্য, আশা করি, কুরআনের অর্থ শিখিবার ব্যাপারে এই পদ্ধতি স্পষ্ট ও সহজ হওয়ার কারণে খুবই সুবিধাজনক ও ফলদায়ক হইবে।

সাধারণতঃ আম্‌পারার শেষের সুরাহ্‌গুলি অনেকের মুখস্থ থাকে এবং নামাজেও পঠিত হয়। সেই জন্য শেষের সুরাহ্‌গুলি দিয়া পাঠ আরম্ভ করা হইল]

॥ সুরাহ্‌ আল-নাস ॥

o ب (বি) = সহিত o اسم (ইস্‌ম = নাম o باسم (বিস্‌মে) = নামের সহিত باسم الله (বিইসমিল্লাহে) = আল্লাহ্‌র নামের সহিত (আরম্ভ করিতেছি)

o الرحمان (র্‌-রাহমানে) = যিনি অযাচিত-ভাবে দানকারী, পরম দয়ালু.

o الـ رحيم (র্‌-রাহীমে) = চেষ্টা ও প্রার্থণার সুফলদাতা, বার বার দয়া প্রদর্শনকারী।

o قل (কুল্‌) = (প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মুসলমানকে আদেশ দেওয়া হইতেছে,) 'তুমি নিজেকে এবং অপর সকলকে বল বা বলিতে থাক'

o اعوذ (আয়ুযু) = আমি আশ্রয় অন্বেষণ করি

o ب (বে) নিকট বা সহিত

o رب (রাব্বে) = সৃজন ও পালন কর্তা, প্রভু

o الناس (ন্‌-নাসে) = সমস্ত মানব জাতি

o برب الناس (বেরাব্বেন-নাসে) = সমস্ত মানব জাতির রাবের (নিকট)

o ملك (মালেকে) = (যিনি) বাদশাহ বা শাসন-কর্তা

o الناس (ন্‌-নাসে) = সমস্ত মানব জাতির

o الله (এলাহে) = (যিনি) প্রকৃত উপাস্য

o الناس (ন্‌-নাসে) = সকল মানুষের

o من (মিন) = হইতে o شر (শার্‌রে) = অনিষ্ট

o الوسواس (ল্‌-ওয়াস্‌ওয়াসে) = ওয়াসওসা সৃষ্টিকারী, কুমন্ত্রণা দাতা

o الخناس (ল্‌-খান্নাসে) = যে আপন কর্ম করিয়া পিছনে বা আড়ালে সরিয়া পড়ে,

o من شر الوسواس الخناس (মিন শার্‌রিল ওয়াসওয়াসেল খান্নাস) = (ওয়াসওয়াসা দিয়া) পশ্চাদপসরণকারী (বা আত্ম-গোপনকারী) কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে

o الذى (আল্লাযি) = যে o يوسوس (ইউ-আস্‌এসু) = সংশয় সৃষ্টি করিয়া দেয়

o فى (ফি) = মধ্যে

o صدور الناس (সুদুরিন-নাসে) = মানুষের বক্ষে বা মনে

o من الجنة (মিনাল-জিন্নাতে) = (সেই ফেৎনা সৃষ্টিকারী) প্রচ্ছন্ন স্বত্তাদের (*) মধ্য হইতে হউক।

o و الناس (ওয়ান-নাসে) = এবং সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে হউক।

---

* টীকা—বিদেশী ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিগণ এবং দেশীয় বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ যাহারা সাধারণের দৃষ্টি পথে পড়ে না।

★

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পড়ুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	লেখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়ম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,
১১।	নজুলে মসিহ নবীউল্লাহ	,, ,,
১২।	ইসলামে খেলাফত	,, ,,

এক টাকা অথবা সাতটি পনের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে এইসব পুস্তক পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*